সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি

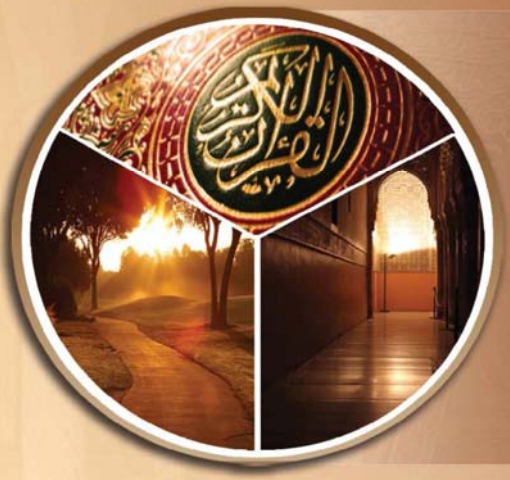

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি

আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	অনুবাদকের কথা	০৪
২.	২য় সংস্করণে অনুবাদকের কথা	০৫
৩.	লেখক কর্তৃক ১ম সংস্করণের ভূমিকা	০৬
৪.	লেখক কর্তৃক ২য় সংস্করণের ভূমিকা	১০
	প্রথম অধ্যায়	
	সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি সমূহ	
৫.	১ম মূলনীতি : তাওহীদ	১৭
৬.	২য় মূলনীতি : ইত্তেবা	২৫
৭.	ইত্তেবা দুর্বল হওয়ার কারণ সমূহ : (ক) তাক্বলীদকে জায়েয গণ্য করা (খ) ইলম ও দলীল ছাড়া ফৎওয়া দেওয়া	২৮
৮.	(গ) কুরআন ও সুন্নাহ্র পঠন-পাঠনের পথ রুদ্ধ করা	২৯
৯.	(ঘ) জীবনের বহু ক্ষেত্র হ'তে শরী'আত অনুযায়ী আমল বন্ধ করা	৩০
১০.	৩য় মূলনীতি : তাযকিয়াহ বা শুদ্ধিতা	৩৩
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	সালাফী দাওয়াতের উদ্দেশ্য সমূহ	
১১.	(ক) খাঁটি মুসলিম তৈরী করা	৪৬
১২.	(খ) এমন একটি মুসলিম সমাজ কায়েম করা যেখানে আল্লাহ্র কালেমা উন্নত থাকবে এবং কুফরীর কালেমা অবনমিত হবে	৪৮
১৩.	(গ) আল্লাহ্র জন্য দলীল কায়েম করা	৫১
১৪.	(ঘ) আমানত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট ওযর পেশ করা	৫৬
	তৃতীয় অধ্যায়	
	সালাফী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য সমূহ	
১৫.	(ক) তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা	৬০
১৬.	(খ) ঐক্যের বাস্তবায়ন	৬৮
১৭.	(গ) ইসলামের বুঝকে সহজবোধ্য করা	৭৮
১৮.	সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি : এক নযরে	৮৩

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

(كلمة المترجم فى الطبعة الأولى)

‘নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী আ‘লা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা‘দ-

১৯৮৪ সালের গোড়ার দিকে অত্র الأصول العلمية للدعوة السلفية বইটি আমাদের হাতে এলে কিছুদিনের মধ্যেই তা পড়ে ফেলি। নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের সঠিক পথনির্দেশ এতে আছে দেখতে পেয়ে অনুবাদে হাত দেই। অনুবাদ অল্প দিনেই শেষ হয় এবং পরের বছর ছাপা হয়।

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও সালাফী দাওয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বইটির প্রথম অধ্যায়ে সালাফী দাওয়াতের প্রধান তিনটি মূলনীতি তাওহীদ, ইত্তেবা ও তাযকিয়াহ ২য় অধ্যায়ে চারটি উদ্দেশ্য এবং ৩য় অধ্যায়ে তিনটি বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। লেখকের জ্ঞানগর্ভ দু’টি ভূমিকা সহ সার্বিক আলোচনাটি কুরআন ও সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ অনুসারী প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আশা করি।

বইটির কুয়েতী লেখক শায়খ আব্দুর রহমানকে জানি না। কিন্তু তার লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে দূর থেকে অন্তরের সেতুবন্ধ রচিত হ’ল। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন- আমীন!

অনুবাদটি প্রকাশের ব্যাপারে যিনি সবচাইতে বেশী অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং মূল্যবান আরবী ভূমিকা লিখে দিয়ে বইটির রওনক বৃদ্ধি করেছেন, সেই বন্ধুবর সঊদী মাব‘ঊছ ভাই আব্দুল মতীন সালাফীকে রইল আন্তরিক মুবারকবাদ।

পরিশেষে যাদের ঐকান্তিক আগ্রহ-আতিশয্যে দ্বীনী ইলমের পথে পা বাড়িয়েছিলাম, সেই পরম স্নেহশীল পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে রইল প্রাণখোলা দো‘আ ‘রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানী ছগীরা’। ওয়া আখিরু দা‘ওয়ানা ‘আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল ‘আলামীন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় — বিনীত

৭ই মে ১৯৮৫ইং/১৬ই শা‘বান ১৪০৫ মঙ্গলবার — অনুবাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি সমূহ

(الأصول العلمية للدعوة السلفية)

লেখক কর্তৃক ১ম সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة الطبعة الأولى من المؤلف)

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য কামনা করি ও তাঁরই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের মনের যাবতীয় মন্দ চিন্তা ও অন্যায় কর্মসমূহ হ'তে। কেননা তিনি যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, লা-শরীক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর শ্রেষ্ঠ বাণী হ'ল আল্লাহ্র বাণী এবং শ্রেষ্ঠ হেদায়াত হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হেদায়াত। আর নিকৃষ্টতম কর্ম হ'ল ইসলামের নামে সৃষ্ট নতুন নতুন অনুষ্ঠান সমূহ। কেননা ধর্মের নামে প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম *(আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; নাসাঈ হা/১৫৭৮)*।

অতঃপর মুসলিম জাতি তার দীর্ঘ ইতিহাসে বহু বড় বড় ফিৎনার সম্মুখীন হয়েছে এবং এই দ্বীনের মধ্যে রকমারি বিদ'আত ও গুমরাহী ঢুকে পড়েছে। পবিত্র কুরআনে নানাবিধ তাহরীফ (পরিবর্তন) ও সন্দেহবাদ আরোপ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত কখনো বানোয়াট ও জাল করার সম্মুখীন হয়েছে। কখনো তা রদ অথবা বাতিল করার সম্মুখীন হয়েছে। উপরোক্ত বিষয় সমূহের যেকোন একটিই দ্বীনের চিহ্নসমূহ মুছে দেওয়ার ও তার মূলনীতি সমূহ বিনষ্ট করার এবং দ্বীনের চেহারা পরিবর্তন ও ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট। যদি আল্লাহ স্বীয় প্রেরিত দ্বীনের হেফাযতের ইচ্ছা না

করতেন এবং দ্বীনের মধ্যে সীমালংঘনকারীদের তাহরীফ বা পরিবর্তনের ও বাতিলপন্থীদের জালিয়াতির কলাকৌশল সমূহ ব্যর্থ করে না দিতেন এবং প্রতি যুগে এদের যাবতীয় কূট প্রচেষ্টা বিফল করে দেবার মত যোগ্য বান্দা সৃষ্টি না করতেন, তাহ'লে ইহূদী-নাছারাদের ধর্মের ন্যায় আমাদের এ দ্বীনের তরীকাও মিটে যেত।

দ্বীনের এই সংশোধন ও সংস্কার আন্দোলনই হ'ল সালাফী (বা আহলেহাদীছ) আন্দোলন, যা দ্বীনের মূলনীতিগুলিকে পরিচ্ছন্ন ও নির্ভেজালরূপে হেফাযত করেছে। এ থেকে সমস্ত বিদ'আতকে ছাটাই করেছে। সকল ভ্রান্তি দূর করেছে। যাবতীয় অপব্যাখ্যা ও পরিবর্তন সমূহ সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করেছে।

ন্যায়নিষ্ঠ ছাহাবীগণ (আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হৌন!) তাঁদের নিকট রক্ষিত (হাদীছের) আমানত পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং কোনরূপ কাটছাট না করেই তা লোকদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। সব রকমের বাতিল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন সদা জাগ্রত। তাদের পরে এই ঝাণ্ডা বহন করেন তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণ এবং তাদের পরবর্তীগণ। এ সময় ইসলামী খেলাফতের সীমানা বিস্তৃত হয় এবং পারস্য, রোম ও অন্যান্য জাতি ইসলামে প্রবেশ করে। তাদের অনেকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দ্বীনের মধ্যে এমন সব বিষয় প্রবেশ করাতে চায়, যা কখনোই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সালাফী বিদ্বানগণ এর বিরুদ্ধে কিতাব ও সুন্নাতের পাহারাদার হিসাবে দাঁড়িয়ে যান এবং এ রাস্তায় তাদের জিহাদের ইতিহাস আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে যান। তাঁরা বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে শাসন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে খালেছ দ্বীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য দণ্ডায়মান হন। যার ফলে তারা পরবর্তীদের জন্য ইল্‌ম ও ঈমানের ঝাণ্ডাকে নিরাপদ করে যেতে সক্ষম হন।

চিরকাল এই দ্বীন যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করেছে তার একনিষ্ঠ লোকদের নিয়ে এবং পুণ্যবান ও বরকতময় সন্তানদের নিয়ে, যারা আনুগত্যকে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য খালেছ করেছেন। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর ঈমান এনেছেন যেভাবে তা নাযিল হয়েছে এবং ঈমান এনেছেন রাসূল (ছাঃ)-এর

সুন্নাতের উপরে, ঠিক যেভাবে তা এসেছে। তাঁরা এ দু'টিকে কঠিনভাবে আঁকড়ে থেকেছেন এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছেন। আর তাঁরা প্রত্যেক অপবাদ দানকারী পাপীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, যারা এই দ্বীনের চারণ ভূমিতে পরিবর্তন, কমবেশীকরণ ও কাটছাটের দূরভিসন্ধি করেছে।

আমাদের এই যুগে দ্বীনের উপর হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে এই শতাব্দীতে দ্বীনের ব্যাপক নেতৃত্ব এবং সর্বব্যাপী সম্মানের কারণে অবিশ্বাসীদের অন্তঃকরণ গোস্বায় ফেটে যাচ্ছে। তারা মুসলিম উম্মাহ্র মর্যাদা ও বিজয়ের মূল উৎস তাদের প্রতিপালকের কিতাব ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের প্রতি মুসলিম সন্তানদের উদাসীনতা লক্ষ্য করেছে। তারা নিজেদের গর্দান থেকে তরবারি নামিয়ে রেখেছে এবং ঐসব লোকদেরকে দ্বীনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টির কাজে লাগিয়ে দিয়েছে, যারা এর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে। তারা প্রথমে নিজেদের সন্তানদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। অতঃপর মুসলিম সন্তানদেরকে তাদের ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে। ফলে তারা ওদের ভাষায় কথা বলে এবং ওদের ন্যায় চিন্তা করে। অবশেষে মুসলিম সন্তানেরাই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পিছন থেকে কিতাব ও সুন্নাহকে তীরবিদ্ধ করে।

এই ধ্বংসকারী ফিৎনার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত লোকই ছিলেন, যারা প্রথম যুগের তাহযীব-তামাদ্দুন ও তরীকার উপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যে তরীকাতেই ছিল প্রকৃত সম্মান, নেতৃত্ব, বিজয় ও শাসন কর্তৃত্ব। আল্লাহ রহম করুন ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উপর। তিনি কত সুন্দরই না বলতেন, لَا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلاَّ مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا 'এই উম্মতের শেষের লোকদের অবস্থা সংশোধিত হবে না ঐ বস্তুর মাধ্যমে ব্যতীত, যা তার প্রথম যুগের লোকদের অবস্থা সংশোধন করেছিল (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছ)'।[২] ছাহাবীগণ কিতাবুল্লাহকে জানতেন, যেমনভাবে তা নাযিল হয়েছিল। সুন্নাহকে জানতেন

২. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/২৪১। মাননীয় লেখক এখানে لا يصلح أمر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها লিখেছেন। আমরা বক্তব্যটির সূত্র কোথাও খুঁজে পাইনি।

যেমনভাবে তা পৌঁছেছিল, প্রথম যুগের বিদ্বানগণের যুগ পরম্পরায় অনুসৃত মূলনীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী। অতঃপর তাঁরা দাঁড়িয়ে গেছেন বাতিলের বিরুদ্ধে যা বর্তমান পৃথিবীকে প্রায় পরিপূর্ণ করে ফেলেছে। আল্লাহ স্বীয় কর্মের উপর বিজয়ী। তিনি চান যে, এই উম্মতের মধ্যে একটি দল থাকুক, যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হকের উপরে বিজয়ী থাকবে।

এই সংক্ষিপ্ত বইয়ের মধ্যে স্পষ্ট বিবরণ দান করা হয়েছে ঐ মূলনীতি সমূহের, যে সবের উপর কিতাব ও সুন্নাহ্র বুঝ ও তদনুযায়ী আমলের বিষয়ে প্রথম যুগের বিদ্বানগণের মাযহাব ভিত্তিশীল ছিল। আমরা এতদ্বারা তাদের পথের পথিকদের জন্য তাদের তরীকা ব্যাখ্যা করতে চাই। যাতে দ্বীনের মধ্যে কোন ভেজাল মিশ্রিত হ'তে না পারে এবং ধ্বংসকারী বাঁকা পথ সমূহের কারণে মানুষের নিকট প্রকৃত 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' অন্ধকারে ঢাকা না পড়ে।

পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত যেন এই বইয়ের দ্বারা মানুষ উপকার লাভ করে এবং এটি যেন কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয় সেজন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানাই। তিনি সর্বশ্রোতা ও দো'আ কবুলকারী।

আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক
কুয়েত, রবীউল আখের, ১৩৯৫ হি.*

* মাননীয় লেখক প্রথা মতে 'রবীউছ ছানী' লিখেছেন। যা ঠিক নয়। কেননা আরবী মাসে 'রবীউছ ছালেছ' নেই।

লেখক কর্তৃক ২য় সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة الطبعة الثانية من المؤلف)

আল্লাহ্‌র প্রতি যথাযোগ্য হাম্‌দ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম শেষে প্রায় সাত বছর পূর্বে অত্র বইয়ের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন এলাকার সালাফী ভাইয়েরা তা লুফে নেন। কেউ কেউ কলম দিয়ে নকল করে নেন, কোথাও বা একটি কপি পর পর কয়েক জনে পালা করে পড়েছেন। কেউবা ফটোকপি করে নিয়েছেন এবং বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করেছেন। এসবই আল্লাহ্‌র একান্ত মেহেরবানীতেই সম্ভব হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কলেবরে হ'লেও বইটি আল্লাহ্‌র রহমতে তার বিষয়বস্তুকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সমর্থ হয়েছে। সালাফী তরীকার দিক নির্দেশনায় এবং ইসলামী রিসালাতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় এই বই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। যা সালাফী দাওয়াতের উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্ট করেছে এবং সালাফী তরীকার মূলনীতি সমূহ রচনা করেছে। যা ইসলাম বুঝা ও তার উপর আমল করার জন্য স্থায়ী পদ্ধতি। যা আল্লাহ্‌র রহমতে উম্মতের একমাত্র মুক্তির পথ এবং এটাই উম্মতের সম্মান ও বিজয়ের পথ। আল্লাহ্‌র রহমতে আমরা তার বরকত ও প্রমাণ সমূহ প্রত্যক্ষ করেছি। এই অনুপম সালাফী তরীকা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সালাফে ছালেহীন তথা ইসলামের প্রাথমিক যুগের হকপন্থীদের যথার্থ তরীকার উপর ভিত্তি করে তার চরিত্র, গুণাবলী, ইলম ও আমল অনুযায়ী। এই দ্বীনের বিস্ময় সমূহ শেষ হবার নয়। তার খনি সমূহ ফুরাবার নয়। এই উম্মতের মধ্যে চিরদিন একটি দল হকের উপরে বিজয়ী থাকবে। যাদের শেষ দল দাজ্জালের সঙ্গে লড়াই করবে।

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সালাফী ভাইদের দেখতে পাচ্ছি যে, তারা উক্ত তরীকার উপরে চলছেন। তারা ইসলামকে যথার্থ রূপে বুঝেছেন এবং তাকে নিজেদের জীবনে রূপায়িত করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পূর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সাথে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের অপরিহার্য দায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। তাঁরা মুসলিমদের আক্বীদা, আমল ও আচরণগত যেকোন বিচ্যুতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছেন এবং বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় সার্বিক জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। আল্লাহ্‌র জন্যই যাবতীয় প্রশংসা যে, এই দলের মঙ্গলময় অগ্রযাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংশয় ও তার নিরসন : অলস লোকদের হামলা থেকে আজকের সালাফী আন্দোলন নিরাপদ নয়। তারা সবসময় এই দাওয়াতের পিছনে সন্দেহ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা যে, এই সব সন্দেহ চিরদিন পায়ের তলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সময়ের তালে তাদের সকল গোমর ফাঁক হয়ে গেছে এবং সালাফে ছালেহীনের তরীকায় ইসলামকে বুঝবার চেষ্টায় রত প্রাথমিক ছাত্রটিও এখন এইসব সন্দেহবাদের মোক্ষম জবাব দিতে সক্ষম।

সংশয়গুলির মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ :

১ম সংশয় : আপনারা কেন নিজেদেরকে সালাফী বলেন? অথচ তা কিতাব ও সুন্নাহতে নেই। উত্তরে আমরা বলি যে, সংগত কারণে কোন নাম গ্রহণ করা মোটেই অন্যায় নয়। চাই তা কোন শারঈ বিষয়ে হৌক বা অন্য কোন মুবাহ (জায়েয) বিষয়ে হৌক। শারঈ বিষয়ে এই ধরনের নামকরণ বরং ওয়াজিবের পর্যায়ে পড়ে। যেমন মুসলিমগণ ইলমে ইসনাদ বা হাদীছের সনদ সমূহের বিদ্যায় 'মুছত্বালাহুল হাদীছ' (مصطلح الحديث) পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। যদিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এ ধরনের ইলমের কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং তা বিদ'আতও নয়। কেননা এর একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহের হেফাযত ও সংরক্ষণ।

এমনিভাবে কোন মুসলিম 'মুহাজেরীন' হিসাবে অভিহিত হয়েছেন (মক্কা থেকে মদীনায়) হিজরতের কারণে। কেউ 'আনছার' হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছেন (মুহাজিরগণের) সাহায্যকারী হওয়ার কারণে। কেউ 'তাবেঈ' হিসাবে পরিচিত হয়েছেন পূর্ববর্তী মুহাজিরীন ও আনছার ছাহাবীদের শিষ্য হওয়ার কারণে। যাদের ব্যাপারে কল্যাণের সাক্ষ্য দান করা হয়েছে।[৩]

এক্ষণে এতে কোন্ ক্ষতি রয়েছে যে, আমরা আমাদের 'সালাফী' নামকরণ করেছি? যারা দ্বীন বুঝার ক্ষেত্রে সালাফে ছালেহীনের পদ্ধতির অনুসরণ করে। আর সালাফে ছালেহীন যাদের আমরা অনুসরণ করি, তারা হ'লেন ছাহাবা ও আল্লাহ্র রহমতে তাদের শিষ্য তাবেঈগণ। যারা হ'লেন স্বর্ণযুগের মানুষ।

৩. 'সালাফ' আরবী শব্দের বাংলা অর্থ হ'ল- পূর্ব পুরুষগণ। সেই অর্থে 'সালাফে ছালেহীন' বলতে সৎকর্মশীল পূর্বপুরুষগণ। যার দ্বারা ছাহাবা, তাবেঈন ও বিগত যুগের মুহাদ্দিছগণকে বুঝানো হয়।

আর এই নামকরণ অবশ্যই যরূরী, যাতে এই হেদায়াত প্রাপ্ত দলটির সাথে অন্যান্য ভ্রান্ত দলগুলির পার্থক্য করা সম্ভব হয়। যারা দ্বীন বুঝবার ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করে চরমপন্থী খারেজীদের অথবা অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যাকারীদের অথবা অন্ধবিশ্বাসী মুক্বাল্লিদগণের তরীকা অনুসরণ করেছে।

এতদসত্ত্বেও আমরা নাম নিয়ে কোনরূপ যিদ করি না। বরং আমরা চাই যে, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী কালেমায়ে শাহাদাতের উপর কায়েম থাকুক এবং এতদুভয়ের চাহিদামতে সাধ্য পক্ষে আমল করুক। যেসব মুসলিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করে, আমরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। আমরা কোন সালাফীকে সাহায্য করি না, যদি সে বাতিলপন্থী হয় এবং যদিও তার প্রতিপক্ষ কাফের হয়। আমরা কোন অন্যায় কর্মে কোন সালাফীকে সমর্থন করি না। বরং আমরা প্রত্যেক মুসলিমকে তার দ্বীন, আক্বীদা ও ঈমান অনুযায়ী মহব্বত করে থাকি। মোটকথা আমরা 'সালাফী দাওয়াতে'র ধারক ও বাহক। ইসলাম বুঝা ও তার উপর আমলের পূর্ণাঙ্গ তরীকা এই দাওয়াতের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যুগ যুগ ধরে সালাফী বিদ্বানগণ এই দাওয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে গিয়েছেন, আজও করে চলেছেন।

অতঃপর কে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রণীত 'ফিক্বহের মূলনীতি' সংক্রান্ত কিতাব থেকে? যা তিনি লিখেছেন তাঁর 'কিতাবুর রিসালাহ' (كتاب الرسالة)-এর মধ্যে?[৪] কে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে খারেজীদের

৪. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮২০ খৃ.), কিতাবুর রিসালাহ, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (১৩৫৮ হি./১৯৩৯ খৃ.) বৈরূত ছাপা, দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি)। যা ১৮২১টি ক্রমিকে তাহকীকসহ ৫৯৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং সর্বসাকুল্যে ৭২৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। উক্ত কিতাবের প্রধান আলোচ্য বিষয় সমূহ হ'ল (১) ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ; তাক্বলীদের নিন্দা (২) ইজমা ও ক্বিয়াস, যখন কুরআন ও হাদীছ পাওয়া যাবে না। যেমন তায়াম্মুম জায়েয, যখন পানি পাওয়া যায় না। (৩) 'ইস্তিহসান' বাতিল হওয়া বিষয়ে। (৪) উলুল আমর। এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ইমাম একজন, কাযী একজন ও আমীর একজন হবেন। (৫) অতিরিক্ত ও বাকীতে বেশী নেওয়ায় সূদ (৬) দণ্ডবিধি সমূহ (৭) সুন্নাহ বিরোধী কোন কথা দলীল নয় (৮) হাদীছ ছহীহ হওয়ার শর্তাবলী এবং প্রমাণিত খবরে ওয়াহেদ দলীল হওয়া বিষয়ে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয় সমূহ।

সম্পর্কে আলী (রাঃ) ও ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বিতর্ক[৫] এবং তার মাধ্যমে মুসলমানদের সম্মান ও সম্পদ হালাল করা হ'তে তাদেরকে বিরত রাখার ব্যাপারে? কে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ফিক্বহ থেকে এবং ধর্মদ্রোহী যিন্দীক্বদের সন্দেহবাদ সমূহের বিরুদ্ধে ইমাম আহমাদ (রহঃ) ও ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর কিতাব সমূহ থেকে? যেসব ছিল শারঈ কল্যাণ সমূহের বিষয়ে এবং ভ্রান্ত ফিরক্বা সমূহের প্রতিবাদে লিখিত। এগুলি এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্যগুলি যা সালাফী তরীকার ভিত্তিসমূহ তৈরী করে। আধুনিক যুগের কোন শিক্ষার্থীর জন্য এসব থেকে দূরে থাকার কোন উপায় নেই। তবে এসব কিছুই বাড়তি জ্ঞান লাভের জন্য। বরং সব কিছুর পূর্বে আমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ্র দলীলসমূহের শরণাপন্ন হ'তে হবে। এটাই হ'ল সালাফী তরীকা। যার সবটুকুই কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকিত দলীল সমূহের অনুসরণ এবং ঐ সকল বিদ্বানগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যারা এই দ্বীনকে বুঝানো ও তার প্রচারের জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন তাদের পদাংক অনুসরণ মাত্র।

মজার ব্যাপার এই যে, যারা 'সালাফী' নামটাকে সহ্য করতে পারেন না, তারা কিন্তু নিজেরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলাদা নাম নির্বাচন করে নিয়েছেন। নিজেরা যে দোষে দোষী, অন্যকে সেই কারণেই তারা অপরাধী বলছেন। এগুলি স্রেফ প্রবৃত্তির অনুসরণ মাত্র।

তবে আমাদের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য এই যে, আমরা এই নামের প্রতি কোনরূপ যিদ পোষণ করি না, এ নামকে আমরা রক্ষাকবচ মনে করি না এবং এই নামকে আমরা ইসলামের প্রতীক বা প্রতিরূপ হিসাবে ভাবি না। বরং প্রথমে ও শেষে আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা 'মুসলিম' ইনশাআল্লাহ। এই নামেই আল্লাহ আমাদের নামকরণ করেছেন। আমরা ইসলামকে দ্বীন হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি। 'সালাফী দাওয়াত' বলতে আমরা সঠিক ইসলামের চাইতে বেশী কিছু বুঝি না, যা কুরআন ও সুন্নাহ্র যথার্থ প্রতিরূপ এবং যা সালাফে ছালেহীনের প্রকৃত অনুসারী।

---

৫. ইবনু আব্দিল বার্র, জামে'উ বায়ানিল 'ইলমি ওয়া ফাযলিহী (বৈরূত : তাবি) ২/১০৪ হা/১৮৩৪; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/২৯০-৯২ 'খারেজীদের উত্থান' অনুচ্ছেদ।